ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৩১৬
বিলোনীয়া, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পর্যালোচনা সভা

গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশে মৎস্যচাষ ও প্রাণীপালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্য সরকার এই দুটি ক্ষেত্রকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। বিলোনীয়ার সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এই তিন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ জনগণ সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং দপ্তরগুলির কাজকর্ম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। চলতি অর্থবছরের বাজেটে রাখা তিন দপ্তরের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তাও এই পর্যালোচনা সভায় খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে হলে দপ্তরকে আরও আন্তরিক হতে হবে। জেলায় মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে ও চাহিদা মেটাতে জলাশয়গুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। সভায় মৎস্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির প্রকল্প ও পরিষেবা রূপায়ণে আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় মৎস্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধিদের আলোচনার বিষয়গুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহ-সভাধিপতি তপন দেবনাথ, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক অশোক মিত্র, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা নীরজ কুমার চঞ্চল, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে, জেলাশাসক প্রদীপ কুমার, মহকুমা শাসকগণ, বিডিওগণ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনগণ এবং উক্ত তিন দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভার শুরুতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

******